তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতেই তাদের শাস্তি দিবেন

দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্র শাইখ আবু উমার আল-মুহাজির হাফিযাহুল্লাহ'র অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ

তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতেই তাদের শাস্তি দিবেন

দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্র শাইখ আবু উমার আল-মুহাজির হাফিযাহুল্লাহ'র অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ

প্রকাশিত:
রমাদ্বন ১৪৪৩ হিজরী

মূল বক্তব্যের শিরোনাম:

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

অনুবাদে:
আত-তামকীন মিডিয়া

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রশংসা মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্রিমান আল্লাহর জন্য। যিনি তাঁর মুয়াহহিদ বান্দাদের সম্মানিত করেন এবং কাফিরদের লাঞ্ছিত করেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তরবারি সহকারে বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তার পরিবারবর্গ ও যারা কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের উপর।

অতঃপর আমি দাওলাতুল ইসলামের সৈনিক ও মুনাসির এবং সাধারণ মুসলিমদেরকে বরকতময় রামাদান মাসের আগমনের মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন, {রমাদান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত ও সত্যপথের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশিকা এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে সিয়াম রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে (সিয়াম পালন করে) গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য কাঠিন করতে চান না; যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা’ য়ালার মহত্ত্ব বর্ণনা কর। আর যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।} [আল-বাকারা: ১৮৫] রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রামাদানে সিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন।" (বুখারী ও মুসলিম) আল্লাহ আপনাদেরকে রমাদানে সিয়াম ও কিয়ামুল লাইল আদায়ে সাহায্য করুন।

রামাদান মাস যুদ্ধ, বিজয় ও বীরত্বের মাস। অতএব হে মুজাহিদগণ! আপনারা আল্লাহর কাছে উত্তম কিছু পেশ করুন। আল্লাহর এই বাণীকে সামনে রেখে, {তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতেই তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন।}[আত-তাওবা:১৪] এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নতের অনুসরণে; যিনি বলেছেন, "ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি কামনা করি যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করব এবং নিহত হব। আবার লড়াই করব এবং আবার নিহত হব। আবার লড়াই করব এবং আবার নিহত হব। [বুখারী ও মুসলিম] এবং এই অঙ্গীকার পূরাণের জন্য যে, আমরা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি, আমরা আমাদের উমারাদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করব।

এই বরকতময় মাসের নেকফালি (সুলক্ষণ) গ্রহণ করে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁর উপর ভরসা করে, আমাদের সীমিত শক্তি থেকে নির্ভরতা সরিয়ে আল্লাহর অসীম শক্তিরর উপর নির্ভর করে বরকতময় (ইন-শা-আল্লাহ) এক যুদ্ধের ঘোষণা করছি:(দুই শাইখের রক্তের প্রতিশোধের-যুদ্ধ); শাইখ আবু ইব্রাহিম আল-হাশেমী আল-কুরাইশী ও শাইখ আবু হামযাহ আল-কুরাইশী তাকাব্বালাহুমাল্লাহুর হত্যার প্রতিশোধের যুদ্ধ।

সর্বত্র অবস্থানরত হে ইসলামের সিংহ ও খিলাফাহ'র বীরপুরুষগণ! যখন আপনারা দেখছেন যে, যুদ্ধ বিস্তৃত হয়েছে এবং চরম আকার ধারণ করেছে, তখন আপনারা একে আরও তীব্র করে তুলুন এবং সম্মুখে থেকে লড়াই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হবেন। প্রতিশোধের জন্য জাগ্রত হোন

এবং ধৈর্যের সাথে অগ্রসর হোন। শত্রুকে আঘাত করার সময় যন্ত্রণাদায়ক আঘাত করুন এবং আক্রমণ করার সময় অভিনব কায়দায় ভয়ংকর আক্রমণ করুন। যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে, যাদেরকে তাদের নফস এই দ্বীন ও আল্লাহর মুয়াহহিদ বান্দাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। কুফরের মাথাগুলোকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলুন কেননা তাদের সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার নেই। কাফের সৈনিকদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করবেন না, কারণ তাদের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু যখন হত্যা করবেন তখন আপনারা পাইকারি হারে তাদেরকে হত্যা করুন, যেন তাদের নেতৃবৃন্দরা অভিযান পরিচালনা করার জন্য কোনো সৈনিক খুঁজে না পায়। তাদের উপর সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আর তাদের সংখ্যাধিক্য ও ঐক্যবদ্ধতা যেন আপনাদেরকে ভীত করতে না পারে। একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন।

[কবিতা]

আল্লাহর শত্রুদের থেকে আপনাদের ইমামদের রক্তের গ্রহণ করুন প্রতিশোধ

জেগে উঠুন হে দাওলাতুল ইসলামের সিংহেরা সব

শত্রুর মাথা উড়িয়ে দিতে আপনাদের তরবারি করুন কোষমুক্ত

ধারালো তরবারি নিয়ে কাফেরদের উপর পড়ুন ঝাঁপিয়ে

যেন পৃথিবী তাদের জন্য হয়ে আসে সংকীর্ণ

আমরা তাদের করতে থাকব হত্যা, আমরা করেছি প্রতিজ্ঞা

নিতে প্রতিশোধ এক নেতা ও এক মুজাহিদের রক্তের

আমাদের প্রথম বার্তা:

নির্ভীক সিংহ ও অপ্রতিরোধ্য বীর, দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদ সৈনিক ও নেতৃবৃন্দের প্রতি। আমি আপনাদের কাছে আমিরুল মুমিনীন ও খলিফাতুল মুসলিমীন শাইখ আবুল হাসান আল-হাশেমী আল-কুরাইশী হাফিযাহুল্লাহুর সালাম পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা আপনাদের উদ্দেশ্য করে বলতে চাই; আল্লাহ আপনাদের জিহাদ ও আনুগত্যে বারাকাহ দান করুন। আপনাদের দৃঢ়তা, ঐক্য ও আমিরুল মুমিনীনকে বাইয়াত প্রদানে দ্রুততা আমাদের অন্তরকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে এবং শত্রুদের করে তুলেছে ক্রোধাণ্বিত ও লাঞ্ছিত। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনারা কতই না মহান! আপনারা আপনাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখুন, যেমনভাবে আল্লাহ আপনাদেরকে আদেশ করেছেন। তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাহায্য করুন এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। আল্লাহর কসম! আপনারা তো সুদৃঢ় পাহাড়, যার মাধ্যমে জিহাদ অব্যাহত আছে পূর্ব এশিয়া ও খোরাসান থেকে শুরু করে পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত এবং উত্তরে ইউরোপ থেকে শুরু করে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত। আর মিডিয়ার ময়দানে রয়েছেন সদা সজাগ-দৃষ্টি সম্পন্ন অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মিডিয়াকর্মী ও মুনাসির ভাইগণ, যারা পৃথিবীময় দাওলাতুল ইসলামের সংবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আমরা আপনাদের কাউকে উল্লেখ করে অপর কাউকে বাদ দিচ্ছি না। আপনারা প্রত্যেকেই কাফেরদেরকে ক্রোধাণ্বিত করন এবং রাতদিন তাদেরকে অতীষ্ট করে তোলেন। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে পশ্চিম আফ্রিকার লড়াকু বীরপুরুষ ও সিংহদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছি। তারা যুদ্ধের যে অমরকাব্য রচনা করে চলেছেন, তা ক্রুসেডার ও মুরতাদদেরকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছে। তারা তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে

দিয়েছেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে ধারাবাহিক একের পর এক আক্রমণ করে তাদেরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছেন। আমরা এই বীরপুরুষদের সম্পর্কে বলব:

[কবিতা]

পশ্চিম আফ্রিকায় আছে কিছু বীরপুরুষ

যারা বীর বিক্রমে শত্রুর উপর পড়ছেন ঝাঁপিয়ে

তারা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন ক্রুশ

(তারা লড়ছেন) এমন ভয়াবহ লড়াই, যা অন্য সকল ভয়াবহতাকে যায় ছাপিয়ে

অতএব হে আল্লাহর বান্দারা!আপনারা অবিচল থাকুন। মনে রাখুন আপনারা আপনাদের দ্বীন ও সম্ভ্রমের হেফাজত করছেন। ক্রুসেডার ও মুরতাদরা যেন আপনাদের উপর প্রবল হতে না পারে। যখন তাদের মুখোমুখি হবেন, তখন আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবেন। আল্লাহ ﷻ বলেন, {হে ঈমানদারগণ!যখন তোমরা কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন অটল থাকো এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।} [আল-আনফাল: ৪৫]

সকল উলায়াতের হে খিলাফার সিংহগণ! আমরা আপনাদেরকে অসিয়ত করছি প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বদা তাক্বওয়া (আল্লাহর প্রতি ভয়) অবলম্বনের এবং দুঃখ-কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার। আপন সংখ্যাস্বল্পতার দরুণ ভীত হবেন না এবং সংখ্যাধিক্য দেখেও প্রতারিতও হবেন না। মনে রাখবেন, আমরা মানুষের

সঙ্গে লড়াই করছি; যেন তারা এক আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক না করে। এজন্য আমরা মুখ ও তরবারি দিয়ে তাদের আহ্বান করি। দীর্ঘ এ পথ যেন আপনাদেরকে ক্লান্ত না করে এবং দুঃখ-কষ্ট যেন আপনাদের সামনে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। এই দুনিয়ার জীবন তো দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে যাবে। {প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা আমল করেছে তার অনুপাতেই প্রতিদান দেওয়া হবে এবং কারও প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।} [আন-নাহল:১১১]

আর পৃথিবীর প্রত্যেক ভূমিতে আমাদের কারাবন্দী ভাই-বোনেরা, নিঃসন্দেহে আপনাদেরকে মুক্ত করা, বন্দী দশা থেকে বের করে আনা ও এর জন্য জান-মাল খরচ করা আমাদের উপর ফরজ এবং আমাদের ঘাড়ে ঝুলে থাকা এক ঋণ। আমাদের শরীরে শেষ ফোঁটা রক্ত থাকা পর্যন্ত আপনাদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আপনাদেরকে মুক্ত করা আমাদের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলোর একটি। তবে আমরা আপনাদের কাছে সবরের প্রতিজ্ঞা এবং আমাদের জন্য তামকীন ও নুসরতের দুআ চাই। আমরা সবাই একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তিনি ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই। আপনারা এই ধারণা করবেন না যে অপেক্ষার এ দীর্ঘ কাল কিংবা অধিক ব্যস্ততার কারণে আমরা আপনাদেরকে ভুলে যাব। আল্লাহর কসম! আপনারা বাস করেন আমাদের চোখের মণিকোঠায় ও অন্তরের অন্তঃস্থলে।

[কবিতা]

কারাগারে আছে আমার কিছু সম্মানিত ভ্রাতা,

যতদিন বেঁচে আছি তাদের অধিকার ভুলে যাব না

যখনই তাদের আহাজারি আমার কানে পৌঁছে,

দুঃখ-কষ্টে ভিতরটা চৌচির হয়ে ওঠে

আমাদের বোনেরা লাঞ্চিত হয়েছে আল-হোলে

তাই আমি প্রস্তুত করেছি আমার তলোয়ার 'মাশরফী'

কারাগারগুলোতে রয়েছেন সত্যিকার কিছু মহাপুরুষ-ই

যারা এই লাঞ্ছনায় হয়ে উঠেছেন অতীষ্ঠ

অতএব হে মুজাহিদ বীরেরা, অগ্রসর হোন

করুন আমার ভাই বোনদের মুক্ত

আত্মসম্মান-বোধ সম্পন্ন খিলাফাহর প্রতিটি সিংহের প্রতি, আমরা আপনাদেরকে অসিয়ত ও জোর নির্দেশনা প্রদান করছি এবং মহান রাব্বুল আলামীনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে বলছি, আপনারা আপনাদের বন্দি ভাই-বোনদেরকে মুক্ত করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম ত্রুটি ও অবহেলা করবেন না। এমন কোনো দিন যেন আপনাদের উপর অতিবাহিত না হয়, যেদিন আপনারা বন্দী মুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা, প্রস্তুতি কিংবা অভিযান পরিচালনা করেন নি। আক্রমনের মাধ্যমে হোক বা নয়তো মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে। নিরাশ হবেন না এবং চেষ্টা না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। নিষ্ঠুর জালেমদের হাত থেকে বন্দীদেরকে মুক্ত করুন এবং জালেমদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন, যেন তারা অন্যদের জন্য শিক্ষায় পরিণত হয়। কেননা এই নিকৃষ্ট ইতর ও জানোয়ারগুলো দীর্ঘ সময় ধরে মুজাহিদদের উপর স্পর্ধা দেখাচ্ছে। তারা কি জানে না যে, মুজাহিদদের সম্ভ্রমহানী

করা হারাম? তারা কি জানে না সেইসব মাজলুমদের সম্পর্কে, যারা কখনো ঘুমায় না? আল্লাহকে আপনাদের ইখলাসপূর্ণ নিয়ত ও দৃঢ় সংকল্প এবং বন্দীদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে আপনাদের কার্যকরী পদক্ষেপ দেখিয়ে দিন। তাহলেই তিনি আপনাদেরকে সাহায্য করবেন, আপনাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং আপনাদের উপর তাঁর সাহায্য ও অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। হে আল্লাহ! হে মহা প্রতাপ ও শক্তির অধিকারী! আপনি নিজ শক্তিবলে আমাদের বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন।

আমাদের দ্বিতীয় বার্তা:

পদস্খলনের শিকার সেই সকল লোকদের প্রতি, যারা জিহাদের পথে (কিছুদূর) অগ্রসর হয়েছে এবং এর স্বাদ আস্বাদন করেছে। মুজাহিদেরকে চিনেছে ও তাদের সাথে উঠাবসা করেছে এবং তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কারামত ও ফাযায়েল প্রত্যক্ষ করেছে। অতঃপর তারা ঝুঁকে গেছে দুনিয়ার প্রতি। তোমরা কি আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া ও সংকটময় মুহূর্তে মুসলিমদের জামা'আহকে পরিত্যাগ করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করছো না? তোমরা কি রাসূল ﷺ-এর এই হাদীস শুনো নি? "যে ব্যক্তি (ইমামের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিলো, সে এমনভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে; তার কোনো প্রমাণ থাকবে না।" মনে রেখো, তোমরা এমন এক জায়গায় মুসলিমদের সাহায্য করা পরিত্যাগ করেছো, যেখানে তোমাদের সাহায্য ছিল সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত। রাসূল ﷺ বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে এমনস্থানে সাহায্য করা পরিত্যাগ করে, যেখানে সে তার সাহায্য কামনা করছিল, তাহলে আল্লাহও তাকে এমনস্থানে সাহায্য করা পরিত্যাগ করবেন, যেখানে সে আল্লাহর সাহায্য কামনা

করবে।" কী হয়েছে তোমাদের? তোমরা কি জান্নাতের ঠিকাদারি নিয়ে নিয়েছো, ফলে এটাকেই যথেষ্ট মনে করে ঘরে বসে আছো? নাকি আল্লাহর যমীন পুরোটাই আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত অনুযায়ী শাসিত হচ্ছে, আর তোমরা কাফেরদেরকে শেষ করে দিয়েছো? জিহাদ ও লড়াই করতে করতে কি তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছো? তবে কি তোমরা কেবল নারী ও শিশুদের আঁচলের নিচেই শান্তি খুঁজে পাও? নাকি দুনিয়ার জীবনকেই তোমরা বড় মনে করছো এবং আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছো? নাকি তোমরা কাপুরুষতার দরুণ পিছু হটেছে এবং কাল্পনিক অজুহাত দেখিয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়েছো? তোমরা কি ভুলে গেছো যে, আল্লাহ তা'য়ালা চোখের খেয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয়াদিও জানেন?

মনে রাখবেন, নফসের হাতে অপদস্থ অবস্থায় ঘরে বসে থাকার চেয়ে মুসলিমদের জামা'আহতে যুক্ত হয়ে জিহাদের ময়দানে ফিরে আসা আপনাদের জন্য অনেক উত্তম। হয়তো আপনি ভয় পাচ্ছেন যে, আপনার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, আপনি দাওলাতুল ইসলামের সৈন্য ছিলেন, যাতে শত্রুরা আপনাকে শিকার করতে না পারে (এই ভয়ে আপনি মুসলিমদের জামা'আহ ও জিহাদ থেকে দূরে আছেন)। তবে যদি আপনি ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীকে চিরস্থায়ী আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেন, তাহলে মনে রাখবেন; আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং আপনি তাওবা করুন এবং ফিরে আসুন মুজাহিদদের কাতারে। আপন মুসলিম ভাইদের সাহায্য করুন। দ্বীন ও জাতির শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, তাহলে কেন ময়দান ছেড়ে দিচ্ছেন? আমাদের এ কথা থেকে এটা ভাববেন না যে, এই আহ্বানের মাধ্যমে আমরা সংখ্যাস্বল্পতার অভিযোগ করছি। আল্লাহর কসম! কিছুতেই না। আল্লাহর রহমতে আমরা ভালো

অবস্থাতেই আছি। আর সংখ্যাধিক্য হয় আল্লাহর সাহায্য লাভের মাধ্যমে এবং সংখ্যালঘু হয় সে সাহায্য না পাওয়ার মাধ্যমে, লোক সংখ্যার ভিত্তিতে নয়। বরং আমরা এই আহ্বান করছি আপনাদের প্রতি নসিহত ও উপদেশ হিসেবে। কারণ, মানুষের মধ্যে আপনারাই উপদেশ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার। আমি কি পৌঁছে দিতে পেরেছি? হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

আমাদের তৃতীয় বার্তা:

মুসলিম উম্মাহ ও তার সেইসব সন্তানদের প্রতি; যারা জিহাদ হতে পিছনে বসে আছে, আর তাদের লাঞ্ছনা ও দাসত্বের জীবনকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে। অতঃপর এই দেখো তোমাদের দেশের তাগুত শাসকরা ইহুদিদের খুশি করার জন্য ছুটাছুটিতে ব্যস্ত। তারা তাদের সাথে মিটিং ও চুক্তি স্থাপন করে বেড়াচ্ছে। এবং এটি নতুন কিছুই নয়, কেননা ইহুদিদের সাথে তাদের মৈত্রী নিতান্তই পুরনো। তবে পরিস্থিতি তাদের সেই গোপন মৈত্রীর বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর অনুকূলে যায় তখনই, যখন তাওয়াগীতরা তাদের অধীনস্থ জনগণের বশ্যতা এবং নিছক বেঁচে থাকার জন্য তাদের দুনিয়ার প্রতি দৃঢ় ভালবাসার ব্যাপারটি অবলোকন করতে পারে। তাদের ভন্ডামী ও ভূয়া শ্লোগানের অসাড়তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে, ইহুদিদের বিরুদ্ধে এবং ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে তাদের শ্লোগানগুলো তারা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, বায়তুল মাকদিস শুধুমাত্র মুয়াহহিদীন ও আল্লাহর মুজাহিদ বান্দাদের হাতেই মুক্ত হবে। সেইসব তাগুত ও তাদের অনুসারীদের হাতে নয়, যারা রাজনীতি, স্বার্থ এবং কামনা-বাসনার গোলামীতে লিপ্ত, যারা

তাদের নীতি ও আদর্শ তাদের কাফির প্রভূদের ইশারায় হরহামেশাই পরিবর্তন করে থাকে। তাদের একটাই মূলনীতি সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে, আর তা হলো ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি তাদের শত্রুতা এবং আল্লাহর মুয়াহহিদ বান্দাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই। কেননা দাওলাতুল ইসলামের (আল্লাহ একে সমুন্নত করুন) সমর্থকেরা তাদের দালালি ও মিথ্যাচারগুলো ফাঁস করে দিয়েছেন, এবং জনগণকে তাদের কুফর ও কাফিরদের সাথে তাদের মৈত্রীর ব্যাপারে অবগত করেছেন। তারা তাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তারা ক্রুসেডার ও ইহুদিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নিছক পুতুল ছাড়া কিছুই নয়।

আশ্চর্যের বিষয় তো এই যে, এসব তাওয়াগীতের অনুসারীরা ও তাদের সমর্থকরা কিভাবে তাদের রাজনীতি ও মূলনীতির এলোপাথাড়ি ওঠানামা সহ্য করে থাকে আর তার জন্য নির্লজ্জ অজুহাতও খুঁজে নিতে দ্বিধা বোধ করেনা, যখন তারা তাদের নীতি আদর্শের এই পটপরিবর্তনে দুনিয়ার ডান প্রান্ত থেকে বাম প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। এসব মূর্খরা এটাকে কৌশল ও ধূর্ততা বলে গণ্য করে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা তো এই যে, সর্বদাই তারা এর মাধ্যমে জাহান্নামের এক নতুন দরজা খুলে দেয় এবং তাদের প্রতারক আলেমদের দ্বারা লোকেদেরকে সেটির দিকে আহবান জানায়, তাদের এই পরিষ্কার কুফর সত্ত্বেও যাতে তারা আল্লাহর আইনকে জাতিসংঘের আইন ও অন্যান্য মানবরচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পারে।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের নামে গোমরাহীর পর, তারা "ইব্রাহিমী ধর্ম" নামের একটি নতুন ধর্ম নিয়ে হাজির হয়। আমরা জানি না এর মাধ্যমে তারা কোন ইব্রাহীমকে

বুঝাচ্ছে। যদি তারা ইসলামের নবী ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে বুঝায়, তবে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি তাদের থেকে এবং তাদের কুফর ও শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহর রাসূল ﷺ কে অস্বীকারকারী আল্লাহর শত্রুদের পক্ষেই সম্ভব সমস্ত ধর্মকে এক করে ফেলা। আল্লাহ ﷻ বলেন, {যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, তা তার কাছ থেকে কাস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না।} বরং এটি হল তাদের দেশপ্রেম এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ, যাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে, যার ভিত্তিতে তারা মানুষকে শ্রেণীবদ্ধ করে। এটি শার'ঈ দ্বীনি কোনো ভিত্তি নয়, বরং এটা জাতীয়তাবাদী নশ্বর এক ভিত্তি। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম ও কাফিরদেরকে সমান বলে গণ্য করে এবং তাদের সমাধিকার প্রদান করে। অথচ আল্লাহ ﷻ বলেন, "তবে কি আমি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের (কাফির ও মুশরিক) মত গণ্য করব? তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা এ কেমন ফয়সালা করছ? তোমাদের কাছে কি (আল্লাহর নাযিলকৃত) কোন কিতাব আছে যা পড়ে তোমরা (সঠিকটা) জানতে পারছ?! [আল-কলাম: ৩৫-৩৭] এমনকি তারা তাদের জাতীয়তাবাদী গন্ডির ভিতর ধর্ম নির্বিশেষে একে অপরকে ভালবাসতে এবং সমর্থন করতে উৎসাহিত করে। এমনকি যদি সে সমর্থন অন্য ভূমির একজন মুসলিমের বিরুদ্ধে নিজ ভূমির একজন কাফিরকে হয় তবুও। তারা 'ওয়ালা-বারা'র বা মিত্রতা ও শত্রুতার মাপকাঠিই হলো এই জাতীয়তাবাদ। আমরা এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

সম্প্রতি তারা পুরানো এক দাবিকে নতুন করে নিয়ে এসেছে, সেটি হচ্ছে রাফেদী শিয়া এবং আহলুস-সুন্নাহর মাঝে ভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার দাবি। তাদের দাবি অনুযায়ী, বিগত বছরগুলিতে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ উভয় দলের চরমপন্থীদের কারণে

হয়েছে। এবং তাদের দাবী হচ্ছে, তারা ভিন্ন মাযহাবের হওয়া সত্ত্বেও মূলত একই দ্বীনের সন্তান। জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি দাবি করে যে, কাফিররা তাদের ভাই এবং রাফিদাহ মুশরিকীন, যাদের শিরক কারো কাছেই গোপন নয় এবং যারা প্রকাশ্যে উম্মুল মুমিনীনদের (রাদ্বিআল্লাহু আনহুন্না) সম্ভ্রমহানী করে, তাদের সততার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে, তাদের সম্মান বিনষ্ট করে ও সাহাবায়ে কেরামদের (রাদ্বিআল্লাহু আনহুম) অভিশাপ করে ও গালি দেয়, জাতিগতভাবে তাদের ভাই এবং সঙ্গী, তবে আল্লাহর কসম! তারা সত্যিকার অর্থেই তাদের ভাই এবং তারা জাহান্নামের আযাবে তাদের সঙ্গী। আর কী নিকৃষ্টই না সে পরিণতি।

হে ইসলামের সন্তানগণ, তাওয়াগীতরা আপনাদেরকে এবং আপনাদের দ্বীনকে যেভাবে হালকাভাবে নেয়, বিষয়টি কি ঠিক তেমনই? আপনাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌছেছে, আর কোন বঞ্চনা আপনাদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে? ইহজীবনের প্রতি আপনাদের এই ভালোবাসা কি আপনাদের দ্বীন ও মর্যাদাবোধের চেয়ে এতটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আল্লাহর কসম, আপনারা যদি জেগে না ওঠেন এবং নিজেদের দ্বীনে ফিরে না আসেন, তাহলে কাফের ও মুশরিকরা আপনাদের ওপর প্রলয় ও লাঞ্ছনা বয়ে আনবে, যতক্ষণ না আপনারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারবেন। তাওয়াগীতের আইন দ্বারা শাসিত হওয়ার চেয়ে বড় অপমানের আর কি আছে, যাদেরকে আল্লাহ কোন অধিকারই দেননি আপনাদের উপর কর্তৃত্ব করার, আর কর্তৃত্ব করার আপনাদের নারীদের উপর, যাদের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে তারা আপনাদের বাধা দেয়! ধিক্! ইসলামী ইতিহাসের সেসব বিজেতাদের বর্তমান প্রজন্মের প্রতি। ধিক্! সেই মুসলিম গোত্রের সন্তানদের জন্য, যেই গোত্রের পূর্বসূরিরা অত্যাচার ও অপমান প্রত্যাখ্যান করেছিল

এবং পারস্য ও রোমকে গুড়িয়ে দিয়েছিল। পার্থিব জীবন ও লালসার বশে পড়ে আজ তাদের প্রজন্ম কিভাবে দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে!

তাওয়াগীতের অত্যাচারের ছায়ায় বসবাসকারী ইসলামের সন্তানদের প্রতি; আপনারা আল্লাহর কিতাবে খুঁজে পাবেন যে, জিহাদের প্রতিদান আপনাদের জন্য এই পার্থিব জীবনের সবকিছুর চেয়ে উত্তম। এবং জিহাদেই রয়েছে সেই বস্তু যাকে মুসলিমদের ভালবাসা উচিৎ এবং আত্মকরণ করা উচিৎ। এটিই সেই লাভজনক বাণিজ্য যার সন্ধান আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। এরই মাধ্যমে তিনি আমাদের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করেছেন এবং ইজ্জত ও গৌরব দান করেছেন। তাই আসুন, লাঞ্ছনার ধুলো ঝেড়ে ফেলে সত্যিকারের সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং প্রত্যেক কাপুরুষ তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। আর যদি আপনারা অস্বীকৃতি জানান, তবে জেনে রাখুন, আমাদের রব ﷻ বলেছেন: “বলুন (হে মুহাম্মদ), ‘যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় তোমরা কর, এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়েও তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর (শাস্তির) ফয়সালা আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না।’’ [আত-তওবা: ২৪]

আমাদের চতুর্থ বার্তাঃ

কাফির ও মুশরিকদের প্রতি, নাস্তিক ও মুরতাদদের প্রতি, এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি যারা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, তাঁর বান্দাদের সাথে

শত্রুতায় লিপ্ত, এবং মুয়াহহিদিন ও মুসলিমদের দাওলাহর (রাষ্ট্রের) বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। তোমাদের ভেতর যদি চিন্তাচেতনার ও বিবেকবুদ্ধির কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে, তাহলে নিজ হাতে স্বীয় কবর খননের পূর্বে আত্মসংশোধন কর। যদি তোমরা ভুলে গিয়ে থাক, তবে আমরা তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমরা নিছক অর্থ, নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব, জাতীয়তাবাদ, বা এই নশ্বর দুনিয়ার জন্য তোমাদের সাথে লড়াই করি না। বরং, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"র জন্য। সেই তাওহীদের কালিমার জন্য, যার জন্য আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করবো, যতক্ষণ না আল্লাহর বাণী সমুন্নত হয় এবং কুফরের বাণী অবদমিত হয়। যতক্ষণ না আমরা শির্ক বিলুপ্ত করি এবং এর কলুষতা থেকে এই পৃথিবীকে পরিষ্কার করে ফেলি। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় কোন অংশীদার ব্যাতীত। যতক্ষণ না আল্লাহর বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয়, হুদুদ প্রতিষ্ঠিত হয়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা হয়, পাপাচার রোধ করা হয়, তোমাদের মানবরচিত আইন ও সংবিধানের মূলোৎপাটন করা হয়, এবং সেই সাথে মূলোৎপাটন করা হয় মানবরচিত শয়তান ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের দ্বারা রচিত সকল অপধর্মের।

এই জন্যই আমরা তোমাদের সাথে লড়ে যাচ্ছি, যেমনটি ইতিপূর্বেও লড়েছি, এবং ভবিষ্যতে আল্লাহর ইচ্ছায় লড়ে যাব। বি ইযনিল্লাহ, হয় আমরা এতে সফলকাম হব, নতুবা আমরা সবাই তা অর্জনের চেষ্টায় শাহাদাৎ বরণ করব। জেনে রেখো, তোমাদের হত্যা করা বা স্থানচ্যুত করার চেয়ে তোমাদের আমাদের নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর তোমরা আমাদের হাতের নাগালে এসে

পড়ার পূর্বেই আমরা তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আর যদি তোমরা তা অস্বীকার কর এবং কুফর, অবাধ্যতা, এবং বিরুদ্ধচারণকেই বেছে নাও, তবে আমাদের কাছে তোমাদের জন্য আছে শুধু তরবারী, হিংস্রতা, ও কঠোরতা। এবং মৃত্যু থেকে তোমাদের কোন অব্যাহতি নেই। আমরা নিশ্চিত যে তোমাদের হত্যায় আল্লাহ ﷻ আমাদের সক্ষম করবেন, তাঁর স্বীয় শক্তিতে আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। আমরা ইসলামী শরী'আহকে সে সকল অঞ্চলে ফিরিয়ে আনব, যেখান থেকে মুজাহিদরা পিছু হঠেছে। তাদের বিরুদ্ধচারণ সত্ত্বেও, যাদের নাক ইতিপূর্বেই ধুলিধূসর হয়ে রয়েছে।

আমাদের চূড়ান্ত বার্তা:

তাদের প্রতি যারা বেশ কিছু সময় ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত। শক্তি, সাহসিকতা ও প্রতিটি যুদ্ধের মশাল স্বরুপ সেসব লোকেদের প্রতি, যাদের বরকতময় হামলাগুলো ইউরোপ, আমেরিকা, এবং অন্যান্য ক্রুসেডার দেশগুলোকে নাস্তানাবুদ করেছে এবং ক্রুসেডারদেরকে এক পায়ে দাঁড়ানোর এক অবিরাম জরুরী অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তখন কাফিররা তাদের কোন এলাকায় একজন বীর মুজাহিদের পথচলার ব্যাপারে অবগত হওয়া মাত্রই কারফিউ জারি করত। ময়দান কি সেসব পুরুষদের থেকে শূন্য হয়ে গেছে, নাকি মাতৃগর্ভগুলো তাদের মতো আর কোন বীরের জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়ে উঠেছে? উঠে দাঁড়ান হে চির উদ্যমীরা, আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন, সেই ময়দানের প্রতি যাকে আপনাদের পূর্বসূরিরা ত্রাসে ভরিয়ে দিয়েছেন। হত্যা, ছুরিকাঘাত এবং দৌড়ঝাঁপের সেই ধারাকে ফিরিয়ে আনুন। অপনাদের জন্য বায়তুল মাকদিসে রয়েছে আপনাদের ভাইদের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যারা কিছুদিন আগেই তাদের

বরকতময় হামলার মাধ্যমে ইহুদিদের ওপর আঘাত হেনেছেন এবং পুরো বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে সেই পার্থক্য যা বিদ্যমান রয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর পথে তাঁর বাণীকে উচ্চ করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে ও নিহত হয় এবং যারা যুদ্ধ করে ও নিহত হয় তুচ্ছ জাতীয়তাবাদী শ্লোগানের জন্যে। প্রথম দলটির পুরস্কার আল্লাহর নিকট করেন আর দ্বিতীয় দলটির পুরস্কার হচ্ছে তাদের জাতি বা দলের নিকট। যদি তারা আদৌ তাদের কোনো লাভ-ক্ষতি ঘটাতে সক্ষম হয়ে থাকে। আমরা দো' আ করি আল্লাহ যেন আমাদের ভাইদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন।

সুতরাং হে ইসলামের সন্তানেরা, তাদের পথে অগ্রসর হোন এবং অতি সতর্কতার সাথে লক্ষ্যবস্তুকে নির্বাচন করুন। সতর্কতার সাথে তাদের পর্যবেক্ষণ করুন, কেননা লক্ষ্যবস্তুর সংখ্যা অনেক। সেই লক্ষ্যবস্তুই নির্ধারণ করুন যা ক্রুসেডার ও ইহুদিদের সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়; সে পদক্ষেপটিই গ্রহণ করুন এবং আল্লাহরই উপর ভরসা করুন। এখনই আপনাদের জন্য সূবর্ণ সুযোগ। ইউরোপ আজ এক গরম থালায় বিদ্যমান, যার দিগন্তে শুধুই যুদ্ধের ঘনঘটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ক্রুসেডাররা একে অপরের উপর চড়াও হওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ আমাদের জানিয়েই দিয়েছেন: ‘‘আর যারা বলে ‘আমরা খ্রীস্টান’ আমি তাদের হতেও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের প্রতি উপদেশের একটা বড় অংশ ভুলে গিয়েছে। কাজেই আমি কিয়ামাত পর্যন্ত তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষকে জাগরূক করে দিয়েছি। “আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে অচিরেই তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।" [আল-মায়িদাহ: ১৪] এটি এমন একটি যুদ্ধ, যার ব্যাপারে আমরা আল্লাহর কাছে

প্রার্থনা করি যে, এটির অবসান যেন ততক্ষণ পর্যন্ত না হয়, যতক্ষণ না ক্রুশের উপাসকরা সব জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়, এবং তাদের রাজত্ব তাদের স্বীয় হাতে ধ্বংস হয়, যেন তারা অনূধাবন করতে পারে তাদের কারণে ও তাদের হাতে মুসলিমদের কেমন (তিক্ত) স্বাদ পেতে হয়েছে। আল্লাহ ﷻ যেন তাদের পঙ্গু করে দেন।

ইউরোপ এবং আমেরিকার ক্রুসেডাররা সেই যুদ্ধের ঘোড়াগুলিকে ভয় পায় যা তাদের ভূমিতে ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে এবং তারা যতটা সম্ভব সে যুদ্ধকে দূরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টায় রত, কেননা তারা জানে এটি কতটা ভয়ঙ্কর। কিন্তু রাশিয়ানদের অহংকার, তাদের বর্বরতা, তাদের "সোভিয়েত ইউনিয়ন"-এর গৌরব ফিরিয়ে আনার ও একটি বহুমুখী বিশ্ব তৈরি করার প্রচেষ্টা, (যেমনটি তারা দাবি করে থাকে) ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকানদেরকে ধীরে ধীরে সে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করছে এবং তারা চেষ্টা করছে অন্য সবাইকেও সে যুদ্ধে জড়ানোর, যেন তাদের ক্ষয়ক্ষতি গুলো অন্যদের উপরও ভাগ হয়ে পড়ে। আমরা গায়েবের জ্ঞান রাখি না, তবে এটি একটি বড়সড় যুদ্ধ এবং এর লক্ষণসমূহ বিদ্যমান। সকল বিষয়ের চুড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহর কাছেই আর তিনি যা চান তাই করেন। এই দু' আই আমরা আল্লাহর নিকট করি, যেন তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে, একে অপরকে টুকরো টুকরো করে ফেলে, এবং একে অপরের সাথে শত্রুতায় তীব্রতর হয়।

হে আল্লাহ, ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করুন এবং শির্ক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন। ধ্বংস করুন আপনার শত্রুদের। আপনার দ্বীনের

শত্রুদের নির্মূল করুন হে রব। হে আল্লাহ, তাদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিন, তাদের রাজত্বগুলোকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিন, এবং তাদের টুঁটি চেপে ধরতে আমাদের সক্ষম করুন। নিশ্চয়ই আপনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এবং আমাদের শেষ কথা হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের মহামহীম রব আল্লাহর।

…………»»»«««…………